বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এর
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বাংলাদেশের এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারীগণের কল্যাণে নিয়োজিত সরকারের একটি আর্থিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইন দ্বারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়। এক সময় এদেশের শিক্ষক সমাজ চরমভাবে অবহেলিত ছিল। কর্মজীবন শেষে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে যেতে হতো। সে সময় ছাত্রছাত্রীরা চাঁদা তুলে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিদায় অনুষ্ঠান করতো। সে বিদায় অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে তুলে দেয়া হতো ছাতা, টুপি, লাঠি ও জায়নামাজ প্রভৃতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে অবহেলিত শিক্ষকদের কথা চিন্তা করে কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং জাতির পিতার উৎসাহে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে কল্যাণ ট্রাস্টের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

ইতিবৃত্ত

১৯৯০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাশ হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ গেজেটে তা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে গঠিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেই বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য "জাতীয় শিক্ষা কল্যাণ তহবিল" গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই শিক্ষা সচিবকে চেয়ারম্যান করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার ৭ মাস পর ১৯৯১ সালের ২১ জানুয়ারি কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। ১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত তৎকালীন সরকারের শাসনামলে পুরো ৫ বছর বন্ধ ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে কল্যাণ ট্রাস্ট পুনরায় চালু হয়।

ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন প্রণালী

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট সরকার কর্তৃক মনোনীত ২১ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বোর্ডের সম্মানিত সদস্যরা হলেন-

ক) চেয়ারম্যান- শিক্ষা সচিব (পদাধিকার বলে)।

খ) ভাইস-চেয়ারম্যান- মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকার বলে)।

গ) সদস্য- মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।

ঘ) সদস্য- সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন পরিচালক।

ঙ) সদস্য- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।

চ) সদস্য- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।

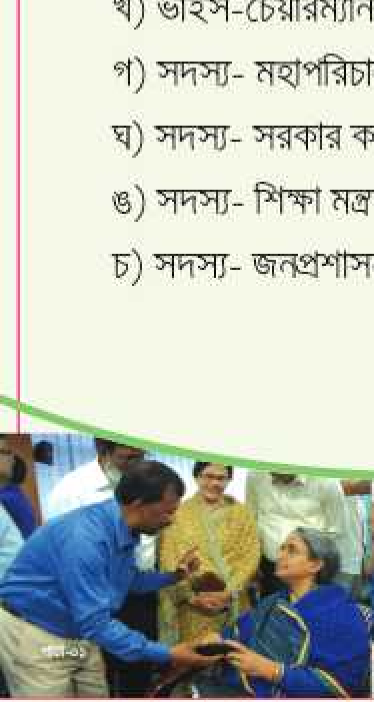
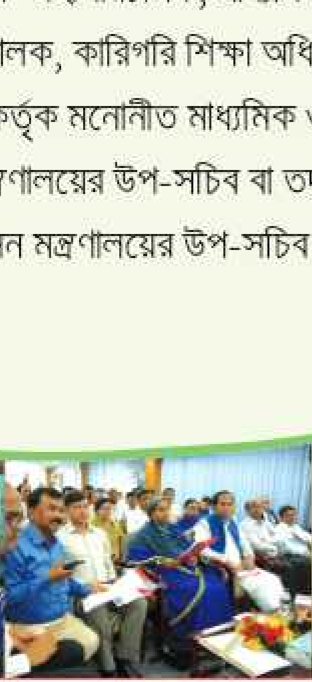

ছ) সদস্য- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের উপ-সচিব বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।

জ) সদস্য- সরকার কর্তৃক মনোনীত ১১ (এগার) জন শিক্ষক। এর মধ্যে ০৩ জন বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের, ০৩ জন বেসরকারি কলেজের এবং ০৩ জন দাখিল ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের বেসরকারি মাদ্‌রাসার, ০১ জন বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের এবং ০১ জন বেসরকারি কারিগরি মাধ্যমিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক।

ঝ) সদস্য- সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ০৩ জন কর্মচারী।

ট্রাস্টের কার্যাবলী

ট্রাস্টের কার্যাবলী হইবে :

১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে অবসরকালীন সুবিধা প্রদান।

২) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ চাকুরিকালীন সময়ে কোন কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ চাকুরিকালীন সময়ে দূর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলে তাহাদের পারিবারিক সাহায্য প্রদান।

৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ চাকুরিকালীন সময়ে গুরুতর এবং দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৫) সাধারণত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণের কল্যাণ সাধন।

৬) উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

ট্রাস্টের তহবিল

(১) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

(২) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা।

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা।

(৪) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

(৫) ট্রাস্ট কর্তৃক অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে প্রদেয় আর্থিক সুবিধাধিসমূহ

(১) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি যত বৎসর এমপিও ভুক্ত হিসাবে চাকুরী করিয়াছেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকুরীকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করিলে তিনি যত বৎসর এমপিও ভুক্ত হিসাবে চাকুরী করিয়াছেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তাহার পরিবার প্রাপ্য হইবে।

(৩) কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হইলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মচারীগণ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট যত বৎসর চাঁদা প্রদান করিয়াছেন কল্যাণ সুবিধা হিসাবে তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন প্রাপ্য হইবেন।

(৪) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে চাকুরীচ্যুত শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কেবলমাত্র ট্রাস্ট তহবিলে চাঁদা হিসেবে তাহাদের বেতন হইতে কর্তকৃত অর্থ ১০% মুনাফাসহ ফেরত পাইবেন।

(৫) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে পদত্যাগকারী কোন শিক্ষক বা কর্মচারী তাহার পদত্যাগের তারিখ পর্যন্ত যত বৎসর এমপিওভুক্ত হিসাবে চাকুরী করিয়াছেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হইবেন।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন :

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২,৪০৪ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৫৭৩ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৬১ টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০০৯ সাল থেকে ৩০ জুন, ২০২২খ্রি. পর্যন্ত বর্তমান সরকারের শাসনামলে শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজুর যোগ্য নেতৃত্বে জনবল ও ফাণ্ড সংকট থাকা সত্ত্বেও ১,৩৬,২৫০ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ৩ হাজার ৪ শত ২৯ কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রেরণ করা হয়। অথচ এর পূর্বে দীর্ঘ ১৮ বছরে টাকা প্রদান করা হয়েছে মাত্র ২৭৯ কোটি।

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে গৃহিত পদক্ষেপ :

বৈশ্বিক মহামারী করোনার ভয়াল থাবা, কল্যাণ ট্রাস্টের জনবল স্বল্পতাসহ নানাবিধ সংকটের মধ্যেও 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে "মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি-কল্যাণ সুবিধা দ্রুত নিষ্পত্তি" স্লোগানকে সামনে রেখে ২১,৩৩৭ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৯৬২ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ টাকা ইএফটি এর মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব ব্যাংক একাউন্টে কল্যাণ সুবিধা প্রেরণ করা হয়েছে।

ফাণ্ড সংকট নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান :

৮ম জাতীয় বেতন স্কেলে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক সংকট নিরসনে এবং শিক্ষক কর্মচারীদের দুর্দশা লাঘবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫০ কোটি, ২০১৭-২০১৮

অর্থবছরে ৫০ কোটি এবং ২০১৮ সালে ২৩৫ কোটি, ২০১৯ সালে ২৫ কোটি টাকাসহ ৩৬০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে কোন সরকারই কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য সরকারি কোন বরাদ্দ দেয়নি।

কল্যাণ ট্রাস্টকে গতিশীল করতে বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ-

* হেল্প ডেস্ক ও সার্বক্ষণিক সেবা।
* তথ্য প্রদানের জন্য কল সেন্টার তৈরি।
* অনলাইন সেবা প্রদান।
* মুক্তিযোদ্ধা, মৃত, অসুস্থ, কন্যাদায়গ্রস্থ এবং পবিত্র হজ্বযাত্রী ও তীর্থযাত্রী শিক্ষক কর্মচারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে চেক প্রদান।
* বাতিলকৃত চাঁদা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগ।

কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক সংকটের মূল কারণ-

কল্যাণ ট্রাস্টের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষক কর্মচারীদের মূল বেতন থেকে প্রতি মাসে ৪% কল্যাণ সুবিধা বাবদ কর্তন করা হয় (২০১৮ সালের পূর্বে ২% ছিল)। এছাড়াও স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে বাৎসরিক ৫.০০ (পাঁচ) টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে উক্ত টাকা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কল্যাণ তহবিলে জমা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সরকার কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখেছিল। ফলে উল্লেখিত সময়ে কল্যাণ ফাণ্ডে প্রায় ২০০ কোটি টাকা জমা হয়নি। এছাড়া তৎকালীন সরকার ২০০২ সালে কল্যাণ ট্রাস্টের আইন সংশোধন করে ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে বাৎসরিক ৫.০০ (পাঁচ) টাকা চাঁদা আদায় বন্ধ করে দেয়ায় গত ২১ বছরে এ খাতে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা আয় থেকে কল্যাণ ট্রাস্ট বঞ্চিত হয়। যদি তৎকালীন সরকার শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে চাঁদা আদায় বন্ধ না করতো আজ কল্যাণ ট্রাস্ট আর্থিক সংকটে নিপতিত হতো না।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১ জহির রায়হান রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ব্যানবেইস ভবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৬৮০১৫, ৯৬৬৮১৫০, ফ্যাক্স: ৯৬১১৯৫৩
ওয়েব সাইট: www.nete-welfaretrust.gov.bd